গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
পরিকল্পনা শাখা-৩
www.mopme.gov.bd

নং ৩৮.০০.০০০০.০১৪.১৪.১৮৫.১৮-৬৭ তারিখ: ৩ মার্চ ২০১৯

বিষয়: চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪)-এর আওতায় প্রস্তুতকৃত 'স্লিপ গাইডলাইন' এবং ' এডুকেশন-ইন-ইমারজেন্সী খাতে সংস্থানকৃত অর্থ ব্যবহারের নীতিমালা' অনুমোদন।

সূত্র: ডিপিই'র পত্র নং ৩৮.০১.০০০০.৭০০.৯৯.০০৩.১৮-৪৩; তারিখ: ৩১ জানুয়ারি ২০১৯।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪)-এর আওতায় 'স্লিপ গাইডলাইন' এবং 'এডুকেশন-ইন-ইমারজেন্সী খাতে সংস্থানকৃত অর্থ ব্যবহারের নীতিমালা' নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

(মোঃ আলাউদ্দীন ভূঞা জনী)
সহকারী প্রধান
ফোন: ০২-৯৫৫০৮৫১
ই-মেইল: mopmeplan3@gmail.com

মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬

[**দৃঃ আঃ-** পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)]।

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য):
১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। উপ-প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

খসড়া

চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) এর এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি খাতের আওতায় সংস্থানকৃত অর্থ ব্যবহারের নীতিমালা।

বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রতিবছর বন্যা, খরা, নদী ও উপকূলীয় ভাঙ্গনসহ বিভিন্ন দুর্যোগে বিপুল সংখ্যক প্রাণহানি ঘটে এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাও এসব দুর্যোগের প্রভাবে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব দুর্যোগের কারণে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোর ক্ষতি হওয়ার ফলে পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কারণ যেমন বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যালয়ের অবকাঠামোর আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। তাছাড়া অনেক সময় রাজনৈতিকসহ বিভিন্ন ধরণের সামাজিক অস্থিরতার কারণেও বিদ্যালয়ে পাঠদান পরিবেশের বিভিন্ন ধরণের ক্ষতি সাধিত হয় যা পাঠদান কার্যক্রমকে ব্যাহত করে। এছাড়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও দুর্যোগ চলাকালে বিদ্যালয়গৃহ আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের ফলে পানি সরবরাহ, পয়নিস্কাশন ব্যবস্থা ও আসবাবপত্রের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশ দুই শিফটে পরিচালনা করার ফলে বর্তমান পাঠদান সময় সমপর্যায়ের অনেক দেশ এবং পাঠদান সময়ে প্রমিত মানদন্ড থেকে অনেক কম। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট এসব দুর্যোগ যখন শিক্ষার অবকাঠামোকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তখন এ বিষয়টি আরো নাজুক অবস্থা ধারণ করে। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে এসব অবকাঠামো পুনরায় নির্মাণ করার জন্য বেশ কিছু সময় প্রয়োজন হয়। স্থায়ী অবকাঠামো পুনরায় নির্মাণ করে পাঠদান পরিবেশ পুনঃস্থাপনের পূর্বে বিকল্প কোনো ব্যবস্থায় অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণসহ পাঠদান পরিবেশ পুনস্থাপনের জন্য ভৌত অবকাঠামোর ব্যবস্থাকরণ, এবং এ বিষয়ে অর্থব্যয়ের নীতিমালা ৪র্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) এর আওতায় থাকা প্রয়োজন। এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ডিপিপি-তে সংযোজিত আছে।

এ কার্যক্রমের আওতায় কোন ধরণের কার্যক্রম প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগ বলে বিবেচিত হবে এবং কিভাবে এ অর্থ ব্যয় করা হবে বা কোন প্রক্রিয়ায় এসব কাজের অনুমোদন প্রদান করা হবে সে বিষয়গুলো এ নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হবে। এ নীতিমালার আলোকে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ, রাষ্ট্রীয় জরুরি পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় অবকাঠামো ব্যবহারের প্রেক্ষিতে বা অন্যকোনো উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের কারণে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় বা প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিকল্প ব্যবস্থায় অস্থায়ীভিত্তিতে বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা কার্যক্রম এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাপনা অব্যাহত রাখার জন্য পিইডিপি-৪ এর Education in Emergency কার্যক্রমের আওতায় বিদ্যালয়ে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন তথা অস্থায়ী টিনশেড ঘর নির্মাণ/ বিদ্যমান ভবন ও ভবন সংশ্লিষ্ট অংশ মেরামত/ সংস্কার/ পুনর্নির্মাণ, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের জন্য টিউবওয়েল পুন:স্থাপন/ মেরামত, স্যানিটারি ল্যাট্রিন মেরামত, বিদ্যালয়ের পাঠদান পরিবেশ পুনরায় সৃষ্টিতে পরিস্কার পরিচ্ছন্নকরণসহ মেরামত ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে।

Md. Alauddin Bhuiyan Jonee
Assistant Chief
Ministry of Primary and Mass Education
Government of the People's Republic of Bangladesh

খসড়া

(ক) যে সকল ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়/ বিভিন্ন শিক্ষা কার্যালয় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান Education in Emergency খাতের বরাদ্দ প্রাপ্তির যোগ্য হবেঃ

১. নদী ভাঙ্গনসহ বা উপকূলীয় ভাঙনে বিলীন বা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও অনুপযোগী হলে;

২. ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, সুনামি বা অনুরূপ কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যবহারের অনুপযোগী হলে;

৩. বন্যা, প্লাবন বা জলোচ্ছাস, জলাবদ্ধতার কারণে বিদ্যালয়/ প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ভবন/ ভবন সংশ্লিষ্ট অংশ ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যবহারের অনুপযোগী হলে;

৪. ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস বা মাটি কোনো কারণে দেবে যাওয়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়/ প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ভবন/ ভবন সংশ্লিষ্ট অংশ ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যবহার অনুপযোগী হলে;

৫. প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম অপ্রত্যাশিত কোনো কারণে বিদ্যালয়ের প্রবেশপথ ভাঙ্গন, পানিতে নিমজ্জিত বা ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে শিক্ষার্থীদের যাতায়াত বাধাগ্রস্ত হলে;

৬. আকস্মিক দুর্যোগ যেমন হঠাৎ বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট বা সন্নিবেশিত কোনো ভবনে বা ঘরে আগুন লাগার কারণে বিদ্যালয়গৃহ আগুনে পুড়ে গেলে;

৭. সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা অন্যকোনো কারণে বিদ্যালয়গৃহ ক্ষতিগ্রস্ত হলে;

৮. অতি জরাজীর্ণ এবং বিদ্যালয়গৃহ ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ার কারণে ভবনটি ব্যবহার অনুপযোগী হলে এবং পাঠদানের বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না থাকলে (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৮-০৩-২০১০ তারিখের স্মারক নং প্রাগম/ উন্নয়ন-২/৭-৪/ ২০০৮/ ৪০০ অফিস আদেশের আলোকে গঠিত কমিটির মাধ্যমে বিদ্যালয় ভবন ব্যবহার অনুপযোগী/ পরিত্যক্ত ঘোষণা হতে হবে এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট এলজিইডি'র বা অনুরূপ অন্যকোনো প্রকৌশল অধিদপ্তরের কারিগরি প্রতিবেদন থাকতে হবে);

৯. দুর্যোগকালে ও দুর্যোগোত্তর সময়ে বিদ্যালয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সচল রাখার প্রয়োজন হলে;

১০. প্রাকৃতিক যেকোনো দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম সচল রাখা এবং প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য অস্থায়ী গৃহ নির্মাণ, গৃহ মেরামত ও সংস্কার এবং ট্রানজিশনাল স্কুল নির্মাণের প্রয়োজন হলে;

১১. মানবসৃষ্ট কোনো কারণে কিংবা অন্য যেকোনো অস্থিরতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়ের অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হলে পাঠদান কার্যক্রম সচল রাখার জন্য গৃহ নির্মাণ, গৃহ মেরামত ও সংস্কার এবং ট্রানজিশনাল স্কুল নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন হলে (এ ক্ষেত্রে বিষয়টি নিকটস্থ থানায় জিডি/ কেইস দাখিল করে এর ডকুমেন্ট প্রদান করতে হবে);

১২. সরকারের (অন্যকোনো মন্ত্রণালয়/ কর্তৃক) কোনো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার কারণে কোনো বিদ্যালয় বা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয় সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হলে এবং অন্যকোনো খাত হতে অর্থ বরাদ্দ প্রদানের তাৎক্ষনিক কোনো সুযোগ না থাকলে সেক্ষেত্রে অস্থায়ী গৃহ নির্মাণ, গৃহ মেরামত ও সংস্কার করার জন্য এ খাত হতে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা যাবে;

১৩. বন্যা, জলোচ্ছাস বা এ ধরণের কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হলে ব্যবহারের পরপর্ পাঠদান চালু করার জন্য ছোট ছোট মেরামত বা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য এ খাত হতে বরাদ্দ প্রদান করা যাবে (এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিদ্যালয়গৃহটি আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের ঘোষণা করা হয়েছে এরূপ অনুমোদন থাকতে হবে)।

Md. Alauddin Bhuiyan Jonee
Assistant Chief
Ministry of Primary and Mass Education
Government of the People's Republic of Bangladesh

খসড়া

৯. নদীগর্ভে বিলীন/ সম্পূর্ণ অধিগ্রহণকৃত বা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিত্যক্ত ঘোষিত কোন বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের জন্য মাঠপর্যায়ের তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর গ্রহণ করবে।

১০. প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৪ এর আওতায় Education in Emergency খাতে বরাদ্দ থাকা সাপেক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়ের অস্থায়ী ভবন নির্মাণ মেরামত ও সংস্কার, টিউবওয়েল স্থাপন এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা পুনর্নির্মাণ বা নির্মাণ করা যাবে;

১১. মাঠ প্রশাসনের লিখিত অনুরোধক্রমে বন্যা বা অনুরূপ কোন দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে পরপর পাঠদান কার্যক্রম চালু করার জন্য ছোটখাটো মেরামতসহ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন হলে তার জন্য এককালীন সর্বোচ্চ ৩০ হাজার টাকা প্রদান করা যাবে। এ কার্যক্রমটি স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে।

১২. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রাপ্তির পর অনুমোদিত বিধি অনুযায়ী এর জন্য অর্থছাড় এবং কাজের কার্যাদেশ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জারি করবে এবং সংশ্লিষ্টদের অবহিত করবে।

১৩. Education in Emergency খাতের আওতায় নদীভাঙনের জন্য বিলীন বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ করতে হলে নিরাপদ জায়গায় অস্থায়ী ভবন নির্মাণ করতে হবে। নদীভাঙন কবলিত এলাকা হলে কিংবা পুনরায় নদীভাঙনের সম্ভাবনা থাকলে স্থানান্তরযোগ্য নকশায় স্কুল নির্মাণ করতে হবে।

১৪. বিদ্যমান যে সব নীতিমালার ভিত্তিতে কিংবা সময় সময়ে জারিকৃত নীতিমালার ভিত্তিতে বিদ্যালয় শ্রেণিকক্ষ/ বিদ্যালয় ভবন নির্মিত হবে সেসব নীতিমালাও Education in Emergency খাতের আওতায় বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

১৫. Education in Emergency খাতের আওতায় টয়লেট/ ওয়াশব্লক নির্মাণ এবং টিউবওয়েল স্থাপন/ কাজ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের জন্য প্রতিটি টিউবওয়েলের জন্য সর্বোচ্চ ৩০ হাজার টাকা এবং স্যানিটিশনের পুনঃস্থাপন/ অস্থায়ী ব্যবস্থা/ মেরামত করার জন্য সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা যাবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের লিখিত নির্দেশনার আলোকে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের এসব কাজের ব্যয় প্রাক্কলন প্রণয়ন করে তা অনুমোদনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করবে।

১৬. Education in Emergency কার্যক্রমে ইউনিসেফের প্রদত্ত প্যারালাল ফান্ডের মাধ্যমেও স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়সমূহের পাঠদান অব্যাহত রাখার জন্য অস্থায়ী গৃহ নির্মাণ করা যাবে এবং তা সম্পূর্ণভাবে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (এসএমসি) কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে এবং এক্ষেত্রে ব্যয়ের বিষয়ে খ (৪) এ উল্লিখিত উর্ধ্বসীমা প্রযোজ্য হবে না।

(গ) বিবিধ

এ নীতিমালার আলোকে কোন ভবন ব্যবহার অনুপযোগী ঘোষণা করতে হলে কিংবা ভবন নদী ভাঙ্গনের কবলে পড়লে তা যদি রক্ষা করা সম্ভব না হয় তাহলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৮-০৩-২০১০ তারিখের অফিস আদেশের (স্মারক নং-প্রাগম/উন্নয়ন-২/৭-৪/২০০৮/৪০০) আলোকে গঠিত নিলাম কমিটির মাধ্যমে তা নিষ্পত্তি করতে হবে এবং সরকারি কোষাগারে সংশ্লিষ্ট খাতে এ অর্থ জমা করতে হবে।

Md. Alauddin Bhuiyan Jonee
Assistant Chief
Ministry of Primary and Mass Education
Government of the People's Republic of Bangladesh

খসড়া

(খ) নির্মাণ/ মেরামত পদ্ধতি

১. উপরোক্ত ক অনুচ্ছেদের ১-১৩ নং উপ-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কারণে বিদ্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা কার্যালয়/ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হলেই কেবল পিইডিপি-৪ এর আওতায় Education in Emergency খাত হতে বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

২. Education in Emergency খাতের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত কার্যক্রমগুলো বৈধকরণ, অনুমোদন ও মনিটরিংয়ের জন্য পিইডিপি-৪ এর শ্রেণিকক্ষ ও ওয়াশব্লক নির্মাণ সংক্রান্ত লাইভ লিস্ট সফটওয়ার-এ একটি মডিউল সংযুক্ত করতে হবে। সফটওয়্যারের এ মডিউলের মাধ্যমে সকল প্রস্তাব মাঠ পর্যায় হতে বৈধকরণ হলে সে অনুযায়ী চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হবে।

৩. সফটওয়্যার তৈরির পূর্ব পর্যন্ত যে সকল প্রস্তাব Education in Emergency খাতের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায় হতে পাওয়া যাবে তা অনুমোদনের সিলিং অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে এবং অনুমোদন নিয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪. পিইডিপি-৪ এর Education in Emergency খাতের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত কার্যক্রমের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে হলে তা মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং ৩.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে হলে তা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

৫. এ খাতের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য প্রেরিত সকল প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য আবশ্যিকভাবে বিস্তারিত ব্যয় প্রাক্কলন প্রদান করতে হবে।

৬. টিউবওয়েল ও স্যানিটেশন কাজ ব্যতিত ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়ের অস্থায়ী ভবন নির্মাণ বা বিদ্যমান ভবনের পুনর্নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কার্যক্রমের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে সেক্ষেত্রে সরকারের অন্যান্য নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক তা স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে। ৩.০০ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে উপজেলার সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।

৭. Education in Emergency খাতের আওতায় মাঠ পর্যায়ের কোনো শিক্ষা কার্যালয়/ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য অস্থায়ী গৃহ নির্মাণ/ মেরামত/ সংস্কার করার প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত কার্যালয়/ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশলীর সহায়তায় যৌথভাবে এসব কাজের ব্যয় প্রাক্কলন করে কারিগরি প্রতিবেদনসহ অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করবে। এ্ কার্যক্রমটি ব্যয় নির্বিশেষে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।

৮. কোনো বিদ্যালয় নদীতে বিলীন বা অন্যকোন কারণে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবহার অনুপযোগী বা পরিত্যক্ত ঘোষণা বা রাষ্ট্রীয় কোনো কারণে সম্পূর্ণ অধিগ্রহণ হয়ে থাকলে সেখানে Education in Emergency খাতের আওতায় অস্থায়ী ভিত্তিতে টিনসেড গৃহ নির্মাণ করে পাঠদান কার্যক্রম চলমান রাখা যাবে তবে কোনো পাকা ভবন নির্মাণ করা যাবে না। পাকা ভবনের/ শ্রেণিকক্ষের জন্য পিইডিপি-৪ এর আওতায় শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের জন্য লাইভ লিস্ট সফটওয়ার এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

Md. Alauddin Bhuiyan Jonee
Assistant Chief
Ministry of Primary and Mass Education
Government of the People's Republic of Bangladesh